নাসরোতুল আহমদীয়া বাংলাদশে
দিক নির্দেশনা (২০২১-২০২২)

মাসিক রিপোর্ট:

- প্রতি মাসের রিপোর্ট এমন সময় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি যেন তা আমাদের হাতে পরের মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছায়।

তাজনীদ:

- যে সকল নাসেরাত মার্চ'২২ মাসের আগে লাজনা হবে তারা লাজনার সিলেবাস পড়ে পরীক্ষা দিবেন। আর যে সকল নাসেরাত মার্চ'২২ মাসের পর লাজনা হবে তারা গ্রæপের সিলেবাস পড়ে পরীক্ষা দিবেন। কিন্তু যখনই কোন নাসেরাত লাজনা হবে বা শিশু নাসেরাত হবে তা অবশ্যই তাজনীদ সেক্রেটারী এবং নাসেরাত সেক্রেটারীকে চিঠির মাধ্যমে জানাতে হবে।
- যে সকল নাসেরাত আপনার এলাকায় থাকে না তাদের নাম আপনার নাসেরাতের তাজনীদে ও বাজেটে লিখবেন না।
- মাসিক রিপোর্টে তাজনীদের সঠিক সংখ্যাগ্রæপ ভিত্তিক উল্লেখ করবেন।

স্থানীয় পরীক্ষা:

সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষাসমূহ আপনারা স্থানীয়ভাবে গ্রহণ করবেন এবং এ সকল পরীক্ষার ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারিণীদের পুরস্কার স্থানীয়ভাবে প্রদান করবেন।

স্থানীয় পরীক্ষায় চাঁদা আদায়ের জন্য ২০ নম্বর রাখুন।

বি.দ্র: স্থানীয় পরীক্ষার সিলেবাস অঞ্চলভেদে সুবিধা অনুযায়ী সংযোজন ও বিয়োজন করে নিতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় পরীক্ষা:

- কেন্দ্রীয় ইজতেমায় নাসেরাতের সিলেবাস অনুযায়ী ইজতেমার সময় উপস্থিত নাসেরাতদের পরীক্ষা নেয়া হবে। কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় সম্পূর্ণ চাঁদা আদায়ের জন্য ২০ নম্বর থাকবে।
- নাসেরাতের মায়েদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করলে স্থানীয় নাসেরাত সেক্রেটারীর মাধ্যমে চিঠি আকারে সমস্যা তুলে ধরবেন।
- যে সকল নাসেরাত ইজতেমায় আসে তারা যেন প্রত্যেকেই অবশ্যই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এটি নিশ্চিত করবেন।

ব্যবহারিক পরীক্ষা:

- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়, প্রতিদিন কুরআন/কায়দা/ইয়াসসারনাল কুরআন তিলাওয়াত ও চাঁদা আদায়ের ব্যক্তিগতফরম্যাটটি নাসেরাতদের বছরের শুরুতে প্রদান করবেন। নাসেরাতরা অক্টোবর/২১ থেকে মে/২২ পর্যন্ত ফর্মটি পূরণ করবেন। প্রত্যেক মাস শেষে স্থানীয় নাসেরাত সেক্রেটারী নাসেরাতদের ফরম্যাটটি দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে ¯^াক্ষর করে দিবেন। সম্ভব হলে এই ফরম্যাটের উপর ভিত্তি করে স্থানীয়ভাবে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারিণীদের পুরস্কৃত করবেন। কেন্দ্রীয়ভাবে এর উপর কোন পুরস্কার দেয়া হবে না।
- খেয়াল রাখতে হবে ফর্ম পূরণ করাই মূল উদ্দেশ্য যেন না হয় বরং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়,নিয়মিত কুরআনতিলাওয়াত এবং নিয়মিত চাঁদা আদায়ে অভ্যস্ত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। মে মাস পর্যন্ত চাওয়া হয়েছে বলে বাকি মাসগুলো গাফিলতি করব তা যেন না হয়।

নাসেরাত ইজতেমা:

- এখন থেকে নাসেরাত দিবসের পরিবর্তে নাসেরাত ইজতেমা পালন করতে হবে। লাজনার ইজতেমার সাথে নাসেরাত ইজতেমা ১দিন পালন করবেন।নাসেরাত ইজতেমায় বিভিন্ন প্রতিযোগীতা এবং পুরস্কার প্রদান করবেন।
- যে লাজনায় নাসেরাত কম তারা ১দিন না করে ১টি অধিবেশনে বা অল্প সময়ের জন্য পালন করবেন।
- নাসেরাত ইজতেমার জন্য কেন্দ্রীয় অনুদানের আবেদন করতে পারেন।

তালিম তরবিয়্যতী ক্লাস:

- তালিম তরবিয়্যতী ক্লাসের সিলেবাস অনুযায়ী জানুয়ারী/২২ মাসে ক্লাস নিয়ে ক্লাসেই পরীক্ষা নিবেন ও পুরস্কার দিয়ে দিবেন।
- যারা ক্লাসে অংশগ্রহণ করবেন তারা রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে অংশগ্রহণ করবেন। এর পরও যাদের পক্ষে সম্ভব হবে না সেই সকল লাজনা কেন্দ্রীয় অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারেন। কেন্দ্র থেকে যতখানি সম্ভব সাহায্য করা হবে। স্থানীয়ভাবে অনুদান তুলেও তালিম তরবিয়্যতী ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারেন।
- প্রজেক্টের মধ্যে C1,C2, B, A হতে যে ১ম হবে তার প্রজেক্টটি কেন্দ্রে পাঠাবেন।

তরবিয়্যত:

- তরবিয়্যতী সপ্তাহ পালন করতে হবে ডিসেম্বর'২১ (২৩শে ডিসেম্বর থেকে ২৯ শে ডিসেম্বর), এবং মে'২২ (১৯শে মে থেকে ২৫শে মে) মাসে মোট ২টি।
- তরবিয়্যতী সপ্তহের রিপোর্টটি নির্দিষ্ট ফর্মে পাঠিয়ে দিবেন।

 ক্লাসে সাধারণ আদব-কায়দা গুলো পড়ে শুনাবেন বা নাসেরাতদের দিয়ে পড়াবেন। আদব-কায়দা গুলো মেনে চলার জন্য উৎসাহীত করবেন।

নাসেরাত নিগরান:

 আপনার নাসেরাতের নিগরানের নাম ও টেলিফোন নম্বর নভেম্বর /২১ মাসে লিখে পাঠান।

 যে সকল নাসেরাতগণের নামায আদায়, কুরআন তিলাওয়াত ও চাঁদা আদায়ে গাফিলতি আছে নাসেরাতের নিগরান সে সকল নাসেরাতদের মায়েদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের উন্নতির ব্যবস্থা করবেন।

 নাসেরাতের নিগরান নাসেরাতের ব্যাক্তিগত তথ্য ফর্মটি প্রতি শুক্রবার জুম্মার শেষে পূরণ করবেন এবং মাস শেষে এর আলোকে নাসেরাতের অবস্থান বিশ্লেষণ করবেন। আর মাস শেষে ফর্মটি স্থানীয় নাসেরাত সেক্রেটারীকে প্রদান করে মাসিক রিপোর্ট তৈরিতে সাহায্য করবেন।

মাসিক চাঁদা:

 নাসেরাতদের অবশ্যই মাসের চাঁদা মাসে আদায় করার অভ্যাস করান।

 আশা করব আপনার নাসেরাতদের কেউ বকেয়াদার থাকবে না।

 স্থানীয় পরীক্ষায় ২০ নম্বর রাখুন চাঁদা আদায়ের জন্য।

বিবিধ:

 চাঁদার ব্যক্তিগত খতিয়ানের মত নাসেরাতের রেজিস্টার খাতায় ব্যক্তিগত হিসাব সংরক্ষণ করতে পারেন। যেমন: কয়টি জুম্মায় অংশগ্রহণ করেছে, মাসের চাঁদা প্রদান, নাসেরাতের ক্লাসের উপস্থিতি, নাসেরাতের অনুষ্ঠানের উপস্থিতি ও দায়িত্ব পালন, নামাজের ফরম্যাট প্রদান, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ইত্যাদি।

 নাসেরাতের বিভিন্ন দিবস বা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম যেমন: উপস্থাপনা, কুরআন, হাদীস, বক্তৃতা এর পাশাপাশি শৃক্সখলা, খাদ্য, পানি প্রভৃতি কাজ নাসেরাতের দ্বারাই করানোর চেষ্টা করুন।এবং যে মাসে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় সে মাসের রিপোর্টে উক্ত অনুষ্ঠান পালনের তারিখ, উপস্থিত নাসেরাত সংখ্যা লিখে পাঠাবেন।

 প্রত্যেক নাসেরাত সেক্রেটারী নাসেরাতের কাজ একাধিক সহকারীকে শিখিয়ে রাখবেন যাতে আপনার অবর্তমানে নাসেরাতের কর্মকান্ড থেমে না থাকে।

 নাসেরাতের কার্যক্রম সুচারূ রূপে সম্পাদনের জন্য এবং নাসেরাতের সাংগঠনিক কর্মকান্ডের গুরুত্ব ও প্রয়োজন বোঝানোর জন্য নাসেরাতের আমেলা গঠন একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনে নতুন লাজনাদের এ আমেলায় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। এ নামের তালিকা টেলিফোন নম্বর (Whatsapp No. হলে ভালো হয়) নভেম্বর/২১ মাসের মধ্যে পাঠাবেন।

 প্রতিটি লাজনা সংগঠনের গৃহীত নাসেরাতুল আহমদীয়ার বাৎসরিক কর্মসূচী 'নাসেরাত সেক্রেটারী, বাংলাদেশ'এর বরাবর নভেম্বর/২১ মাসের মধ্যে পাঠাবেন। যেহেত নাসেরাতের সকল কর্মকান্ড জুন/২২ মাসের মধ্যে করতে বলা হয়েছে তাই জুলাই/২২ মাসের মধ্যে সকল রিপোর্ট পাঠাবেন।

 বছরের শুরুতে নাসেরাত সেক্রেটারীগণ নিজেদের দায়িত্ব উল্লেখপূর্বক হুজুর (আই:) এর নিকট দোয়ার জন্য চিঠি লিখবেন।

 সিলেবাস, রিপোর্ট বা দিক নির্দেশনার কোন অংশ বুঝতে না পারলে অবশ্যই নির্দ্বিধায় নাসেরাত সেক্রেটারী, বাংলাদেশ এর সাথে যোগাযোগ করবেন।

 যে সকল লাজনায় একাধিক হাল্কা আছে সে সকল লাজনা সংগঠন হালকাসমূহে চিঠিটি পড়ে শুনাবেন।